দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 APR 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

শিক্ষা তথ্য ও পরিকল্পনা ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

004

অশিক্ষার অভিশাপ ও সাক্ষরতা আন্দোলন

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম

১৯৪৭ সনে ও ১৯৭১ সনে আমরা দু'বার স্বাধীন হয়েছি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, দু'বার স্বাধীনতা লাভ করেও আমাদের জনসাধারণকে আমরা সঠিকভাবে শিক্ষার আলো দিতে পার নাই। যদিও শতকরা ২২ জন শিক্ষিত বলে আমরা কাগজে-কলমে দেখাই কিন্তু আসলে তা সত্য নয়। বৃটিশ আমল থেকে যে আদমশুমারী চালু হয়ে আসছে—তাতে ঔপনিবেশিক কারণে আরবী, বাঙলা প্রভৃতি ভাষায় যারা শুধু দস্তখত করতে পারে তাদেরও শিক্ষিত বলে দেখানো হয় আসছে। শুধু দস্তখত করতে পারলেই শিক্ষিত বলে চালিয়ে দেয়া আমাদের শঠতারই নামান্তর। আসলে প্রকৃত শিক্ষিতের হার শতকরা ১০ জনের বেশী হবে বলে আমরা মনে করতে পারি না।

পাকিস্তান আমলে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ আমলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যে অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও শিক্ষার নামে ফাঁকিবাজী চলছে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে—তাতে শিক্ষার প্রসার ও মান দিন দিন নিম্নগতি সম্পন্ন হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা। কোন কোন সরকার বয়স্ক শিক্ষার নামে বহু স্কিম ও বিপুল অংকের টাকা খরচ করেছেন সত্য—কিন্তু টাকার ও সময়ের অপচয় হয়েছে ঠিকই কিন্তু কোটি কোটি সরকারী বইও প্রকাশিত হয়ে হকারদের সের দরে কাগজ বিক্রির ব্যবসা জম-জমাট হয়েছে। এটাও সত্যি, কিন্তু শিক্ষা প্রসারের মানে ও পরিমাণে কোন মৌলিক পরিবর্তন কিংবা উন্নতি ঘটে নাই।

ইতিহাস পাঠে আমরা দেখতে পাই: সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকল থেকে মুক্তি পেয়ে অনেক দেশ স্বাধীন হয়ে তাদের শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি করে শতকরা ৫০ থেকে নব্বই ভাগ পর্যন্ত উন্নীত করেছে। এতে শিক্ষা প্রসারের সংগে সংগে দেশের উন্নতির বিপুল বেগও সঞ্চারিত হয়েছে। আসলে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক উন্নতি শিক্ষার উপরই প্রধানতঃ নির্ভরশীল। প্রধানতঃ এই কারণ ও দুর্নীতির কারণেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ ৪০ বছরেও আমাদের প্রকৃত উন্নতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না আর এই জন্যই পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্থান লজ্জাজনকভাবে সর্বনিম্নে।

সবচাইতে আশ্চর্যের কথা, মাতৃভাষার জন্য এদেশে যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন হয়েছে— পৃথিবীর কোন দেশেই তার তুলনা মিলবে না। মাতৃভাষার স্বীকৃতি লাভের পর স্বভাবতই আমরা আশা করেছিলাম: সহজ-সরল মায়ের ভাষার মাধ্যমে লেখা-পড়া শিখানোর সঠিক ব্যবস্থা করে স্বাধীনতা লাভের একযুগের মধ্যে আমাদের দেশের বড় অভিশাপ নিরক্ষতা থেকে আমরা মুক্তি পাব। ভাষা আন্দোলনের নজিরবিহীন সফলতা বহু যুগ আগে আমাদের গৌরবান্বিত করলেও নিরক্ষরতার জগদ্দলপাথর আমাদের জাতির বুক থেকে আজও সরাতে পারি নাই।

আমাদের ভাষায় ঔপনিবেশিক আমলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তথা বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী পণ্ডিতেরা অবৈজ্ঞানিকভাবে যে সমস্ত অদরকারী বর্ণ, জটিল নিয়ম, ও দুর্বোধ্য শব্দে আমাদের ভাষাকে ভারাক্রান্ত করে দূরায়ত্ব করে রেখেছেন—তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে তথা ফনেটিকভাবে উন্নত ও সহজ করে সংস্কার করার উদ্দেশ্যে আমাদের সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী এবং দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবীণতর সাহিত্যিক ও ভাষাবিদেরা তিন-তিনটি ভাষা বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে যে মহামূল্য ও দিক-দিশারী সুপারিশ দেশকে উপহার দিয়েছেন—তার গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, তেমনি রাজনৈতিক স্বার্থ-খেলার ও দলাদলিতে মত্ত ও লিপ্ত থাকার কারণে এই মহামূল্য রায়গুলো কার্যকরী করার কাজে চরম অবহেলা দুখঃজনক।

আমাদের পোড়াকপাল যে, এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের সুচিন্তিত মতামত ও সুপারিশকে আমরা যেন কোন মূল্যই দিতে ইচ্ছুক ও রাজী নই। এই দুভার্গ্যের কারণেই আমাদের শিক্ষিত সমাজ বাংলাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম, অফিস-আদালতের ভাষাও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করার মত সহজ পন্থা খুঁজে পাচ্ছে না। আমাদের সর্বমান্য ভাষাবিদ ডঃ শহীদুল্লা ১৯৬৭ সনের বাংলা ভাষা সম্মেলনের সভাপতিরূপে রায় দিয়েছিলেন: যদি আমরা সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা মুক্ত হয়ে আমাদের ভাষাকে বৈজ্ঞানিকভাবে সংস্কার করি—তাহলে যেকোন অশিক্ষিত লোককে আমরা দু'মাসের মধ্যে শুদ্ধভাবে লিখতে-পড়তে সক্ষম করতে পারি। ফলে আমাদের দেশের অশিক্ষিতদের অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষিত করে আমাদের দেশকে অশিক্ষার লজ্জা থেকে সহজেই মুক্ত করতে পারি।

অথচ সে প্রদর্শিত সহজ পথ না ধরে আমরা এখনো অবৈজ্ঞানিকতাও জটিলতার জঙ্গলে হাতড়ে দিন কাটাচ্ছি। অতীতে শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা বহুবার গুরুত্ব পেয়েছে। পাকিস্তান আমলে নাজিমুদ্দিন সাহেব ও ফজলুল হক সাহেবের আমলেও এই প্রশ্নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের প্রস্তাব হয়েছিল। এমনকি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কোন জেলার কোন কোন ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে বাধ্যকতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলনের সে মহৎ কাজটি আজ পর্যন্ত যে বাস্তবায়িত হয় নাই। শুধু তাই নয়— সে সম্বন্ধে আর কোন প্রস্তাবও পরবর্তী সরকারগুলোর কাছে শুনা যাচ্ছে না।

এই পরিবেশে আমাদের বক্তব্য হল: দেশ যেহেতু স্বাধীন হয়েছে, আর যেহেতু মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের নীতি স্বীকৃতি পেয়েছে, সেইহেতু আমরা অতি কম সময়ে কম খরচে আমাদের নিরক্ষরতা দূর করে আমাদের শিক্ষার হার সর্বোচ্চ শতকরা ১শ' জনে উন্নীত করতে পারি। তবে শর্ত এই যে, (১) আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাকে অচিরে বাধ্যতামূলকভাবে চালুর ব্যবসথা করতে হবে এবং (২) আমাদের ভাষার যে অনাবশ্যক জটিলতা ও অবৈজ্ঞানিকতা স্থান নিয়েছে— বাংলাদেশ সরকারের নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি, বাংলা একাডেমীর বিশেষজ্ঞ কমিটি ও ১৯৬৭ সনের বাংলা ভাষা সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারে তা কার্যকরী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

তাহলেই উর্ধ্বপক্ষে ২ বছরের মধ্যে আমরা মায়ের সহজ ভাষার মাধ্যমে আমাদের দেশের নিরক্ষরতার অবসান ঘটাতে পারি এবং এ দেশকে সঠিকভাবে উন্নত করার পথে এগিয়ে নিতে পারি। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, দেশের উন্নতির সঠিক পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে শিক্ষার প্রসারে সঠিক পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগ সব চাইতে লাভজনক। কারণ শিক্ষা প্রসারের সফলতা আনা সব পরিকল্পনাকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। কাজেই শিক্ষা প্রসারের জন্য অর্থ বিনিয়োগে কোন সরকারেরই পিছপ হওয়া উচিত নয়, বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যাপারে তো নয়ই।